গাংনীতে বিএনপির আনন্দ মিছিল ও সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খালাস পাওয়ায় আনন্দ মিছিল করেছেন গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আজ রোববার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি গাংনী উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক বেয়ে হাসপাতাল মোড় ঘুরে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্ত্বরে শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, গ্রেনেড হামলাসহ একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতকে ব্যবহার করে জিয়া পরিবার ও বিএনপিকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল ফ্যাসিস্ট হাসিনা। বর্তমানে আদালত ন্যায় বিচার করার ফলে ফ্যাসিস্টদের দায়ের করা মিথ্যা মামলাগুলো থেকে খালাস পাচ্ছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আগামী ৭ দিনের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান বিএনপির এই নেতা।

এসময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, সাবেক পৌর কমিশনার ও উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, গাংনী পৌরসভার সাবেক কমিশনার ও বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন আহমেদ বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম কালাম, বিএনপি নেতা আব্দুল গাফফার, সাইফুল ইসলাম, কাজলসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ইয়ারুল হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে ইয়ারুল হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টে দ্বিতীয় তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (১ডিসেম্বর) রাত দশটার সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে অবস্থিত কাজী মার্কেটে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়।

ইয়ারুল হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টের মালিক ইয়ারুল ইসলামের উপস্থাপনায় এই সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপি সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, পৌর বিএনপির শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আনিসুর রহমান রিটন, পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু, ম্যানেজার লিমন, উজ্জল জিন্না, খুবির, বাবুল, বাদল মামুন, হাফেজ, মাইনুল, হুজাইফা, নাসির, তুহিন, সালাম, মোজাম, জাকির, কদম, প্রমুখ।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র একাংশের আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র একাংশের আয়োজনে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খালাস পাওয়ার আনন্দে মিছিলের আয়োজন করে।

আজ রবিবার (০১ ডিসেম্বর) রাতে মেহেরপুর বড় বাজার বিএনপি’র কার্যালয় থেকে আনন্দ র্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা

অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতুর নেতৃত্বে এই আনন্দ মিছিলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ন সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক নজরুল ইসলাম, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি সহ বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সড়ক দূর্ঘটনায় স্কুল ছাত্রের প্রাণহানি

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্রুত গতিতে মটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ হারালো সজিব হোসেন (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র।

সজিব হোসেন গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের বর্ডারপাড়া এলাকার ফুলবাস হোসেনের ছেলে ও স্থানীয় তেঁতুলবাড়িয়া ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র।

আজ রবিবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাতটার দিকে ধলা-তেঁতুলবাড়িয়া সংযোগ সড়কের মাঠের মাঝখানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল বলেন, নিহত সজিব হোসেন ধলা গ্রাম থেকে মেসিনের খুচরা যন্ত্রাংশ কিনে মোটরসাইকেল যোগে নিজ গ্রাম তেঁতুলবাড়িয়াতে ফিরছিলেন। গতি বেশী থাকায় দুর্ঘটনাকবলিত এলাকায় গিয়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা তাকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃতু ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক সীমা বিশ্বাস জানান, নিহতকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানান তিনি। নিহতের মরদেহ থানায় নেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ বাজারে সুলভ মূল্যে সবজি বিক্রয়ের উদ্বোধন

মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ বাজারে উপজেলা প্রশাসনের সুলভ মূল্যে সবজি বিক্রয়ের উদ্বোধন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

আজ রবিবার বিকেলে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে, উপজেলা কৃষি অফিস, উপজেলা প্রাণীসম্পদ, অফিস ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের সহযোগিতায় এবং উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এই সুলভ মূল্যের সবজি বাজার চালু করা হয়েছে।

সুলভ মূল্যের এই বাজারে পেয়াজ রসুন কাঁচা মরিচ আলু ফুলকপি মুলা লাউ বেগুন সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি প্রতিদিন সুলভ মূল্য বিক্রয় করা হবে।

সুলভ মূল্যের বাজার চালুর বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন বাজারের দ্রব্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে সুলভ মূল্যের এই বাজার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে সরাসরি কৃষকদের সাথে সবজি ক্রয় করে সাধারণ মানুষদের মাঝে বিক্রয় করা হবে। এখানে কোন মধ্যসত্যভোগি থাকবে না ফলে মানুষ সুলভ মূল্যে সবজি ক্রয় করতে পারবে। তিনি কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা আপনাদের শাক সবজি আমাদের কাছে সরাসরি ন্যায্য মূল্য বিক্রয় করেন। আমরা সেগুলো ন্যায্য মূল্যে ভক্তাদের মাঝে বিক্রয় করব এই কর্মসূচি যতদিন বাজারের দ্রব্যমূলের উর্ধ্বগতি থাকবে ততদিন অব্যাহত থাকবে।

আমঝুপিতে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, ঝরে পড়ারোধ ও কমিউনিটির অংশ গ্রহনে সামাজিক প্লাট ফরম কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নানা ভাবে কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করে আসছে তারিধারাবাহিকতায় আজ শনিবার সকাল ১০ টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে আমদহ ও আমঝুপি ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে ওয়াচ গ্রুপের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর কাউন্সিলর আব্দুর রহিম।

স্বাগত বক্তব্যদেন প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

এ ছাড়াও সমাজসেবক আব্দুর রকিব, আজগর আলী মাস্টার, গণমাধ্যম কর্মীসহ মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ, আমঝুপি ইউনিয়নের ৪০ জন গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশ কনস্টেবল পদে চাকরি পেলেন ১৯ জন

মেহেরপুরে পুলিশের কনস্টেবল (টিআরসি) পদের নিয়োগ পরীক্ষায় শতভাগ মেধা, যোগ্যতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হয়ে প্রাথমিকভাবে মনোনীত হয়েছেন ১৮ জন পুরুষ এবং ১ জন নারীসহ মোট ১৯ জন।

নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন

করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নিয়োগ বোর্ড।

মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সে নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে প্রার্থীরা শারীরিক মাপ, শারীরিক সক্ষমতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরীক্ষা- নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে ১৯ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন। ওয়েটিং লিস্টে আছেন নারীসহ ৩ জন।

আজ শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) রাত ৮ টায় মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম।

চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণাকালে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, জামিরুল ইসলাম, ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহিদুর রহমান, চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলিমুজ্জামান।

নতুন চাকরি পাওয়া তরুণ-তরুণীরা তাদের মেধা ও যোগ্যতায় বাংলাদেশ পুলিশের গর্বিত সদস্য হতে পেরে উচ্ছ্বসিত এবং আনন্দিত।

পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম পিপিএম বলেন, তোমাদের অনেকের যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু আমাদের সীমাদ্ধতার কারণে বাছাই করে ১৯জনকে চুড়ান্ত করতে হয়েছে। তোমরা যারা এখানে সুযোগ পাওনি তারা আবারও চেষ্টা করো। পাশাপাশি অন্যান্য চাকরিতেও তোমার সুযোগ রয়েছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডিসি ও জজকোর্ট অফিস ঘেরাও কর্মসূচি

মেহেরপুর শিশু ও নারী নির্যাতন আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ও মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির পদ থেকে অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমানকে প্রত্যাহারের দাবীতে জেলা প্রশাসক ও জেলা দায়রা ও জজকোর্ট অফিস ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছে

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখা। এসময় তাঁরা মেহেরপুর কোর্টের প্রধান সড়ক বন্ধ করে দেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) বেলা ১২ টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করে সংগঠনের ছাত্ররা।
এর আগে গত ২০ নভেম্বর তাকে প্রত্যাহারের দাবীতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। অ্যাডভোকেট ম্সোতফিজুর রহমানকে প্রত্যাহারের জন্য প্রশাসনকে সময় সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

গতকাল ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা পার হওয়ায় আজ এই কর্মসূচি পালন করে তাঁরা। কর্মসূচি পালনকালে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনের সড়ক বন্ধ করে বিক্ষোভ মিছিল করে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ইমতিয়াজ আহম্মেদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন, যুগ্ম আহবায়ক তামিম ইসলাম, সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সদস্য সচিব তাহসিন পাননা, যুগ্ম সদস্য সচিব সজিব হাসান, মুখ্য সংগঠক শাওন, সংগঠক আশিক রাববী, মো নাসিম রানা বাধন, শাকিরুল ইসলাম, তামিমুর রহমান তুষার, আফিফ হাসান আবির, মাহমুদুল হাসান সিয়াম, সামিউল ইসলাম, আরিফ হোসেন প্রমুখ।
কর্মসূচি পালন কালে সেনাবাহিনীর একটি টিম এসে উপস্থিত হন। পরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নির্দেশে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক শামীম হোসেন তাঁদের কাছে আসেন এবং নতুন করে স্বারকলিপি প্রদান করার অনুরোধ জানান। বিষয়টি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলে ছাত্ররা তাঁদের কর্মসূচি ১০ দিনের জন্য স্থগিত করেন। বেঁধে দেওয়া সময় অতিক্রম হলে মেহেরপুর জেলাসহ দেশ ব্যাপি আন্দোলনের হুশিয়ারী দেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও মেহেরপুর জজকোর্টের শিশু ও নারী নির্যাতন আদালতের পিপি মনোনীত হওয়ার পর থেকে তাঁকে প্রত্যাহারের দাবীতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কর্মসূচি পালন ও আল্টিমেটাম প্রদান করেন।

মেহেরপুরে চার বছরের শিশু ধর্ষণ মামলা বৃদ্ধর যাবজ্জীবন জেল

মেহেরপুরের মুজিবনগরে চার বছরের শিশু ধর্ষণের অভিযোগে তছলেম উদ্দিন (৫৯) নামের এক বৃদ্ধর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ, ও নারী ও শিশু নিযার্তন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো: তহিদুল ইসলাম এ রায় দেন। একই সঙ্গে ৫ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডিত তছলেম উদ্দিন মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত বিলাত মিস্ত্রির ছেলে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২২ আগষ্ট দুপুরে প্রতিবেশী চার বছর বয়সী এক শিশু কন্যাকে চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে পাশের একটি বাগানে নিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। ওই দিন রাতে ওই শিশু কন্যার মা বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় একটি ধর্ষণ মামলা করে। মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা তছলেম উদ্দিনকে অভিযুক্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। আদালত তদন্ত প্রতিবেদন, ভিকটিমের জবানবন্দী ও সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ পযার্লোচনা করে আসামির বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ, ৫ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন। মামলার রায় ঘোষনার সময় আসামি আদালতে হাজির ছিলেন।

আর মামলায় বাদি পক্ষের আইনজিবী ছিলেন অ্যাড. রোকেয়া ও আসামি পক্ষের আইনজিবী ছিলেন একেএম আসাদুল আলম।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আলগামন চালক নিহত

নির্মাণাধীন রাস্তার ডিভাইডারের সাথে ধাক্কা লেগে স্যালোইঞ্জিন চালিত আলগামন সড়কের উপর উল্টে চালক আব্দুল আজিজ (৪০) নিহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) সকাল ৮ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান চেরাগীপাড়া নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল আজিজ মুজিবনগর উপজেলার রামনগর গ্রামের আব্দুল খালেক মোল্লার ছেলে। সে আলগামন চালিয়ে কুষ্টিয়া যাচ্ছিলেন। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে গাংনী থানায় নেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল বলেন, সকাল ৮ টার দিকে নিহত আব্দুল আজিজ আলগামন চালিয়ে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। বামন্দী বাজারের আদুরে ছাতিয়ান চেরাগীপাড়া নামক স্থানে নির্মাণাধীন রাস্তার ডিভাইডারের সাথে ধাক্কা লেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে বামন্দী ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ফারুক হোসেন তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও রামনগর গ্রামের বাসিন্দা মো. সিরাজুল ইসলাম জানান, আলগামন চালক আব্দুল আজিজ মোল্লা টাইলস নিতে কুষ্টিয়াতে যাচ্ছিলেন।

বামন্দী ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন কর্মকর্তা পরিদর্শক রুবেল রানা বলেন, “রোড ডিভাইডারের সাথে স্যালো ইঞ্জিন চালিত আলগামনের ধাক্কা লেগে চালক আব্দুল আজিজ গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার

করে গাংনী হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।”

http://

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক ফারুক হোসেন বলেন, “আব্দুল আজিজ মোল্লাকে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।”
স্থানীয়রা জানান, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কটির নির্মাণ কাজ চলছে। মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তাদের তদারকি না থাকায় ও অবহেলায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান যত্রতত্রভাবে নির্মাণ কাজ করছেন। ধারাবাহিকভাবে রাস্তার কাজ না করে মাঝে মধ্যে উচুঁ নিচু করে রেখেছেন। যে কারনে, যানবাহন সঠিকভাবে চলতে পারেনা। এছাড়া নির্মাণ সামগ্রী রাস্তার উপর যত্রতত্র ফেলে রাখায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনায় ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি, বামন্দীর আদুরে ফাঁয়ার সার্ভিস অফিসের কাছেই বালির স্তুপের সাথে ধাক্কা খেয়ে একজন ও গাংনী পল্লী বিদ্যুতের সামনে রাস্তার পাথরের স্তুপে ধাক্কা খেয়ে এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

এছাড়া গাংনী বাজারে রাস্তা নির্মাণ বন্ধ রাখায় দূর্ভোগে পড়ছে পথচারী। সড়ক বিভাগের নিজস্ব জায়গা ফেলে রেখে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় জেলা পরিষদের জায়গা দখল নিতে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান গাংনী বাজারের প্রধান বাসস্ট্যান্ডের নিকট প্রায় ২০০ ফিট রাস্তার নির্মাণ কাজ বন্ধ রেখেছেন।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, সড়ক বিভাগের এসডিই মিজানুর রহমান এর আগে জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি শহিদুল ইসলামের প্ররোচনায় গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারে বিএনপি নেতা আজগর আলীর নিজস্ব জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা করেছিল।

তেরাইল বাজারে নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ রেখে জনদুর্ভোগ বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। পরে ওই বিএনপি নেতা আদালতে মামলা দেওয়ার পর দখলদারিত্ব থেকে সরে আসেন তিনি। পরে সেখানে রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ করেন।